

## ধর্ম ধর্ষন

-বিপ্লব

১৩ই সেপ্টেম্বর পশ্চিমবিশ্বের ইসলামিক ভরসা মুশারফ জানালেন, তাঁর দেশে ধর্ষন আসলেই হয় না। মেয়েরা রটিয়ে থাকে। পুরোটাই কানাডা, আমেরিকায় সেটল করার চেষ্টা। একজন 'প্রাক্তিশিং' মুসলিম প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে আমার অবশ্য এর থেকে বেশী প্রত্যাশা নেই ( ভারতের প্রেসিডেন্ট আবদুল কালাম নাস্তিক)।

আজই ভারতে এক নৃসংস ঘটনা ঘটল। উড়িষ্যার রাজধানী ভুবনেশ্বরের কাছে ভুবনপতি গ্রামের ছয় হরিজন নারীর উপর নৃশংস অত্যাচার চালিয়েছে উচ্চবর্ণের ২৯ টি পুরুষ! প্রকাশ্যে নগ্ন করে ধর্ষন করা হয়েছে! তিলোত্তমা বারিকদের অপরাধ? কোন এক বরাতে তাদের নাপিত বরেরা উচ্চবর্ণের পা ধোয়াতে অস্বীকার করেছে! পাকিস্তানের মুখতার বাইকে গনধর্ষন করার নির্দেশ দেয় পঞ্চগয়েত(জিরগা)। অপরাধ? তার ১২ বছরের ভাই শাকুরকে মাস্তুই উপজাতির এক মেয়ের সাথে দেখা গিয়েছিল। সেই জন্য চার বীরদর্পী মুসলিম পুরুষ তাকে ধর্মসম্মত ভাবে বলাৎকার করে! যেমনটা করেছিল খান সেনারা ১৯৭১ সালে, বাঙালী মেয়েদের উপর। কোন মৌলনা, মৌলবী সেটাকে ধর্ম বিরোধী কাজতো বলেই নি বরং ইসলামিক সার্টিফিকেট দিয়েছিল বলেই জেনেছি! উড়িষ্যার এই ঘটনার মধ্যে বিশ্বহিন্দু পরিষদ এবং বজরং দল খৃস্টান চক্রান্ত খুঁজবে! হিন্দু বা ইসলামে এসব লেখা আছে নাকি? বালাই যাট, ।

ধর্মে লেখা নেই বটে। কিন্তু মহম্মদ এবং কাল্পনিক কৃষ্ণের বিবাহ (বিশেষ ভাবে বহন করে নিয়ে যাওয়া-মানে মেয়েদের তাদের গোস্টি থেকে জোর করে টেনে নিয়ে গিয়ে বিয়ের তামাসা দেখানো! ) নিয়ে একটু কাঁটা ছেঁরা করলে, এই সব হিন্দু-মুসলিম চ্যালাদের কি খুব বেশী দোষ দেওয়া যাবে? মাথায় বুদ্ধি থাকলেই, বোঝা যাবে, মহম্মদ এবং কৃষ্ণ নারী রক্ষাত্রে অনেক কথা খরচ করেছেন। নারীপ্রেমের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন (মহম্মদ মাঝে মাঝে অবাধ্য স্ত্রীকে মিস্টি থাপ্পর মারতে বলেছেন। সেটা আর কি এমন!) ! তবে অন্য গোষ্ঠি থেকে মেয়ে ছিনিয়ে আনতে উভয়েই পারদর্শী ছিলেন। সেটা যুগধর্ম ছিল বটে। কিন্তু তাহলে কোরানে বা গীতাই এই দ্বিচারিতার কি দরকার ছিল?

ছিল। দুটো কারণ। স্বার্থপর জীনের তত্ত্ব মানতে গেলে, এটও মানতে হয়, নারীর গর্ভের উপর দখল নেওয়া পুরুষত্বের প্রথম জৈবিক ধর্ম। এছারা সামাজিক বিবর্তনের দাবীই হচ্ছে, মানুষের স্বাধীন মানবিক বিকাশকে দমিয়ে রাখতে হবে। স্বাধীনচেতা মন সামাজিক ঐক্যের পরিপন্থী। এত এত ধর্মের আসল কাজ হচ্ছে মানুষকে মৌমাছি বানানো। যাতে সে মানুষ না হতে পারে। ধর্ম তাকে সমাজবদ্ধ চতুষ্পদী বানায়। অর্থাৎ মানুষের মধ্যের পাশবিক দিক-ঘৃণাকে টিকিয়ে রাখতে হবে। এই দুইকে এক করলে, কি পাওয়া যাচ্ছে? ধর্মের অন্যতম প্রধান কাজ হচ্ছে, প্রতিদ্বন্দী গোষ্ঠির প্রতি ঘৃণাকে চাঘিয়ে দেওয়া! তার সাথে গর্ভের দখল

নেওয়া যোগ দিন। ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, এই ঘটনাকে প্রদর্শন করার শ্রেষ্ঠ উপায় হল, বিরুদ্ধ গোষ্ঠির মেয়েদের ধরে নিয়ে এসে ধর্ষন করা। তাই শরিয়তে যখন ধর্ষন করার ব্যাপারে পরোক্ষ মদত যোগানো হয়, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। মনুবাদে বিধবাদের ধর্ষন করে, ধর্ষন সমাপনে তাদের সাথে নিজের মেয়ের মতন ব্যবহার করতে উপদেশ দেওয়া হয়! ফুলনকে উচ্চজাতের ৩০ জন গ্রামবাসী তিনদিন ধরে প্রকাশ্যে বিবস্ত্র করে ধর্ষন করেছিল। এ সবই জানবেন ধর্ম সম্মত। দাজ্জার সময় দাজ্জাবাজদের লক্ষ্যই থাকে অন্যধর্মের নারীদের প্রতি। এই ধর্মের হাতে ধর্ষিত মেয়েদের ছেলে মেয়েরা যখন শরিয়া বা মনুবাদের পক্ষে মত দেয়, আমি ভাবি এরা পশু না পশুতের?

ধর্মের সাথে যেহেতু পুরুষের স্বার্থ জড়িত, পুরুষের হাত দিয়ে পৃথিবী ধর্মমুক্ত হবে না। নারীবাদী আন্দোলনই পারে ধর্মকে কবরে পাঠাতে। পৃথিবীকে ইসলাম বা হিন্দু মুক্ত করতে মেয়েরাই ভরসা। ছেলেদের কস্ম নয়।

৯/২৯/২০০৫  
ক্যালিফোর্নিয়া